সংবাদ

তারিখ ... 08 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ১ ...

কলেজ জাতীয়করণে জটিলতা বাড়ছেই

বেসরকারি শিক্ষকদের সরাসরি ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে সমাবেশ আজ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কলেজ জাতীয়করণ নিয়ে জটিলতা বাড়ছেই। জাতীয়করণের আওতায় আসা শিক্ষকরা 'ক্যাডার স্ট্যাটাস' বা মর্যাদা পাবে কিনা তা নির্ধারণ না হওয়ায় এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয়করণের আওতাধীন কলেজ শিক্ষকদের 'শিক্ষা ক্যাডার'রে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আজ রাজধানীর শিক্ষা ভবনের সামনে সমাবেশ করবে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'। সকাল ১১টায় সমাবেশের পর এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেবেন শিক্ষা সমিতির নেতারা। তারা বলছেন, আত্তীকৃত (জাতীয়করণ) শিক্ষকদের 'ক্যাডার মর্যাদা' মেনে নেয়া হবে না।

এ ব্যাপারে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার সংবাদকে বলেন, 'আমরা আসলে কোন জটিলতা চাচ্ছি না। আমরা চাই– প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন ও শিক্ষানীতির আলোকে জাতীয়করণ হওয়া কলেজ শিক্ষকদের নন-ক্যাডার রাখা হোক। একই সঙ্গে জাতীয়করণকৃত শিক্ষকদের নিজ নিজ কলেজেই স্থায়ীভাবে পদায়ন রাখতে হবে। তা না হলে আমাদের শিক্ষকরা মামলা করবে, পাল্টা মামলা হবে। ইতোমধ্যে শিক্ষা ক্যাডারের পক্ষ থেকে ৮/১০টি মামলা হয়েছে। সারাদেশের তিন শতাধিক কলেজের প্রিন্সিপালও একটি করে মামলা করবে। এতে আল্টিমেটলি শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হবে। আমরা এই পরিস্থিতি দেখতে চাই না।' বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে পিএসসি'র নিয়োগকৃত শিক্ষকদের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে নতুন জাতীয়করণের আওতাধীন কলেজ শিক্ষকদের নন-ক্যাডার করে পৃথক বিধিমালা প্রণয়ন, ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি, ১৯৮৩ সালের এনাম কমিটির প্যাটার্ন মোতাবেক প্রাপ্য ও শিক্ষা

বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

বেসরকারি : শিক্ষকদের

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তকৃত প্রায় ১৪ হাজার নতুন পদ সৃষ্টি, পদ সোপান প্রণয়ন ও পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটির দাবিতে' এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষা ভবনের সামনে আয়োজিত সমাবেশে ঢাকা মহানগরের সকল সরকারি কলেজ ও বিভিন্ন অফিসে কর্মরত শিক্ষা ক্যাডার সদস্য অংশগ্রহণ করবেন জানিয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব শাহেদুল খবীর চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'ক্যাডার সার্ভিসে আসতে হলে একটি প্রক্রিয়া-পিএসসি'র মধ্য দিয়ে আসতে হয়। কিন্তু সরাসরি ক্যাডার সার্ভিসে প্রবেশ করবে সেটা হতে পারে না। আমরাও কলেজ জাতীয়করণ চাই। সরকারের সক্ষমতা বেড়েছে, এটা খুবই ভালো দিক। তাই বলে অন্য কোন ক্যাডারে না থাকলেও কেবলমাত্র শিক্ষা ক্যাডারে বারবার পার্শ্ব প্রবেশ, প্রজেক্ট থেকে প্রবেশ মেনে নেয়া হবে না।'

জানা গেছে, দেশে মোট উপজেলা ৪৮৯টি। এর মধ্যে সরকারি কলেজ রয়েছে ১৬১টি উপজেলায়। বাকি ৩২৮টি উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই। তবে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'তে প্রতি উপজেলায় একটি করে সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের আলোকে দেশের ৩২১টি উপজেলায় একটি করে বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত আলোকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন পাওয়া ১৯৯টি বেসরকারি কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সরকার। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গত ৪ জুলাই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে চিঠি দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর আগে গত ৩০ জুন থেকেই ১৯৯টি কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। বর্তমানে ১৯৯টি বেসরকারি কলেজের ওপর পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করছে শিক্ষা ভবন নামে পরিচিত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। জাতীয়করণসহ বর্তমানে দেশের সরকারি কলেজ রয়েছে ৩৩৫টি (জাতীয়করণ ছাড়া)। এরমধ্যে প্রায় অর্ধশত কলেজ এই সরকারের টানা দুই মেয়াদে জাতীয়করণ করা হয়েছে। সবকটি সরকারি কলেজে পিএসসি'র (সরকারি কর্ম কমিশন) মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষা ক্যাডারের পদ রয়েছে ১৫ হাজার ১১২টি।